কলকাতার যীশু

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

BANGLADARSHAN.COM

তবুও তোমার দিকে

যদিও অন্যদিকে তাকিয়ে থাকি
তবুও লক্ষ্য থাকে তোমার দিকে।
কখনো ঊর্ধ্বাকাশে চক্ষু রাখি,
কখনো উদ্যানে, আর কখনো-বা
বাজারে রাস্তাঘাটে ভিরের শোভা
ঢেকে দেয় ক্যালেনডারের মুখখানিকে।
দেখে যাই হাজার ছবি সারাটা দিন,
তবুও লক্ষ্য থাকে তোমার দিকে।

চলেছে চোখের সামনে অন্তবিহীন
নানা মুখ, নানা দৃশ্য, যেন সবই
আসলে একটি সুতোয় গাঁথা আছে,
যেন-বা মস্ত একটি চলচ্ছবি
দেখে যাই সারাটা দিন দূরে-কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

আকাশে আলোর বন্যা ছড়িয়ে যায়,
বাতাসে বটের পাতা কেঁপে ওঠে,
ছায়াকে রৌদ্র এসে জড়াতে চায়,
নারিকেল দারুণ দুঃখে মাথা কোটে।
কখনো রাত্রি ঢাকে যন্ত্রণা তার।
পিছনে, সামনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে
ছড়ানো মস্ত শহর, শহরতলি;
চলেছে হাজার মানুষ ব্যস্ত পায়ে,
সারাদিন পালটে যাচ্ছে দৃশ্যাবলী।
আমি সেই দৃশ্যাবলী দেখে বেড়াই,
দু চোখে হাজার দৃশ্য কুড়িয়ে যাই,
তবুও তোমায় বলি জনান্তিকে;
জনতার মিছিল কিংবা বৃক্ষ, পাখি–
যে-দিকে যখন আমার চক্ষু রাখি,
তখনো লক্ষ্য থাকে তোমার দিকে।

শুধু তুমি থাকো

বন্ধুরা দুঃখের দিনে দূরে থাকো।
সঙ্গীরা, অর্থাৎ যারা চায়ের দোকানে, মাঠে, ব্রিজের আড্ডায়
অনেক প্রহর তপ্ত রেখেছিলে–
এখন বিরল করো নিজেদের।
বৃক্ষধর্মী প্রতিবেশী, তুমি তো শিকড় তুলে অন্য-কোনো দেশের বাতাস
গায়ে লাগাবে না,
তুমি বরাবর খুব কাছে ছিলে, কাছেই থাকবে;
কিন্তু যাতে তোমার ডালপালা
অতিস্নেহে আমার জানলায়
সান্ত্বনার মর্মর না-তোলে, তুমি অন্তত সে-দিকে
লক্ষ্য রাখো।

আত্মীয়েরা, তোমরাও এসো না, ফিরে যাও।
বাড়িতে উৎসব ঘটলে ম্যারাপ অবশ্য বাঁধা হবে;
পত্রদ্বারা–নিমন্ত্রণজনিত ত্রুটির জন্য ক্ষমা
চেয়ে আমি ডাক দেব তখন।
এখন যে-যার ঘরে, যে-যার ছায়ার মধ্যে থাকো।

শুধু তুমি থাকো এইখানে, এই দুঃখের ভিতরে।

BANGLADARSHAN.COM

যুদ্ধক্ষেত্রে এখনো সহজে

রাত্রিগুলি
এখনো বাঘের মতো পিছু নেয়।
স্বপ্নগুলি
এখনো নিদ্রার পিঠে ছুরি মেরে
হেসে ওঠে।
কিছু চিহ্ন এখানে-ওখানে
থেকে গিয়েছিল।
পেট্রোলে-ভিজানো ন্যাকড়া, দেশলাই-কাঠির টুকরো, এইসব।
স্মৃতিগুলি
তারই সূত্র ধরে', হাওয়া শুঁকতে শুঁকতে, পা টিপে পা টিপে
হেঁটে আসে; জানালার ধারে
নিঃশব্দে দাঁড়ায়।
অতর্কিতে
হো-হো শব্দ ছুটে যায় অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

BANGLADARSHAN.COM

অর্থাৎ এখনো মরে যাইনি। এখনো
বাতাসে পুরনো যুদ্ধ
হানা দেয়।
রাত্রিগুলি, স্বপ্নগুলি, স্মৃতিগুলি
চতুর্দিকে
কখনো জন্তুর মতো, কখনো দস্যুর মতো, কখনো-বা
ধূর্ত, জেদী গোয়েন্দার মতো
ঘোরাফেরা করে।
অন্ধকারে
চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলতে থাকে সারাক্ষণ।
অর্থাৎ এখনো আমি বেঁচে আছি। চৌমাথায়
যে-লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, বস্তুত আমাকে
সে-ও চোখে-চোখে রাখছে, আমি তার
হিংসার ভিতরে বেঁচে আছি।
এবং তুমিও আছ, নারী।

আছ, তাই অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে এই যুদ্ধ
কিছুটা তাৎপর্য পায়,
তাই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি এখনো সহজে
বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাওয়ায়
শব্দ করে চুম্বন রটিয়ে দিতে পারি।

BANGLADARSHAN.COM

বাড়ি খুঁজতে বহুক্ষণ

বারবার এগিয়ে যায়, বারবার পিছিয়ে আসি, এইমতো
এগোনো-পিছোনো চলছে বহুক্ষণ।
তাতে ক্ষতি নেই।
যে-রাস্তা দরকার, সেটা পাওয়া যাবে।
বন্ধুরা রয়েছে বসে প্রতীক্ষায়, নিশ্চয়ই বাড়াবে তারা হাত।
এইরকম ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকি,
চোখ রাখি রাস্তার দু দিকে,
দেখে যাই,
একতলা, দোতলা থেকে লাফে-লাফে তিনতলায় উঠে যাচ্ছে বহু ঘরবাড়ি।
তোমাকেও দেখতে পাই।

জানালার শিকে
দ্বিখণ্ডিত হয়ে তুমি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছ, নারী;
ভঙ্গিতে ব্যগ্রতা, চোখে কৌতুক রেখেছ।
অথচ তোমার সঙ্গে কস্মিনকালেও
সম্পর্ক ছিল না।
যেমন ঘরবাড়ি, তেমনি তোমাকেও
দেখতে পাই।
যেমন উদ্যান, কিংবা বাতিস্তম্ভ, ট্র্যাফিক আইল্যান্ড,
তেমনি তোমাকেও
এক মাইল, দু মাইল, তিন মাইল বিস্মৃতির
ধূসর চাদরে ঢেকে রেখে
নির্বিকার হেঁটে যাই।

বারবার এগিয়ে যাই, বারবার পিছিয়ে আসি, এইমতো
এগোনো পিছোনো চলছে বহুক্ষণ।
বন্ধুরা রয়েছে বসে প্রতীক্ষায়,
খুঁজে নিতে হবে সেই রাস্তা, সেই ছেলেবেলাকার
গভীর নিদ্রার মতো বাড়ি।
অথচ, কী কাণ্ড, আজ প্রতিটি রাস্তার

BANGLADARSHAN.COM

ভিতর-ভূখণ্ড থেকে আরও বহু বহু রাস্তা বার হয়ে আসে,
বাড়ে রাত।
বন্ধু কোথায়? তারা সত্যিই কি প্রতীক্ষা করছে?
কখন বাড়াবে তারা হাত?

BANGLADARSHAN.COM

পাহাড়ে মিথুনমূর্তি

কিছু ছিল।

যা খুব প্রকট করে দেখিয়েছ, তার

ভিতরে ছিল না।

কী তুমি দেখিয়েছিলে, মনে পড়ে?

নিঃশব্দ মিথুনমূর্তি

তারস্বরে

টুরিস্টকে যা দেখায়।

চোখের ইঙ্গিতে চোখ ঘুরে যায়।

মুখ থেকে বুকে,

বুক থেকে নাভিদেশে;

যে-বা প্লেনে ও ট্রেনে সবকিছু বাঁধা, দ্রুত নিজস্ব ভূখণ্ডে ফেরা চাই–

এইভাবে চক্ষু তার পরিক্রমা সেরে নেয়,

লগ্ন হয় অন্ধকারে।

অথচ কী ছিল সেই অন্ধকারে?

কিছুই ছিল না।

তাহলে কোথায় ছিল?

দু-চার মুহূর্ত মাত্র, তার বেশী কোথায় কাউকে কোনো সংক্ষিপ্ত কৌশলে

বাঁধবার উপায় নেই, জেনে

পাথর ফাটিয়ে নামে জল।

সেই জলে?

BANGLADARSHAN.COM

দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে

দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে:
এই যে নদী, ওই অরণ্য, ওইটে পাহাড়
এবং ওইটে মরুভূমি।
দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারের মধ্যে তুমি,
বার করেছ নতুন খেলা।
শহর-গঞ্জ-খেত-খামারে
ঘুমিয়ে আছে দেশটা যখন, রাত্রিবেলা
খুলেছ মানচিত্রখানি।
এইখানে ধান, চায়ের বাগান, এবং দূরে ওইখানেতে
কাপাস-তুলো, কফি, তামাক–
দম-লাগানো কলের মতন হাজার কথা শুনিয়ে যাচ্ছ।
গুরুমশাই,
অন্ধকারের মধ্যে তুমি দেশ দেখাচ্ছ।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু আমরা দেশ দেখি না অন্ধকারে।
নৈশ বিদ্যালয়ের থেকে চুপি-চুপি
পালিয়ে আসি জলের ধারে।
ঘাসের পরে চিত হয়ে শুই, আকাশে নক্ষত্র গুনি,
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের টানা শব্দ শুনি।
মাথার মধ্যে পাল খেয়ে যায় টুকরো-টুকরো হাজার ছবি;
উঠোন জুড়ে আল্পনা, আল্-পথের পাশে
হিজল গাছে সবুজ গোটা,
পুন্যিপুকুর, মাঘমণ্ডল, টিনের চালে হিমের ফোঁটা।
একটু-একটু বাতাস দিচ্ছে, বাতাস আনছে ফুলের গন্ধ,
তার মানে তো আর-কিছু নয়,
ছেলেবেলার শিউলি গাছে
এই আঁধারেও ফুলের দারুণ সমারোহ।
গুরুমশাই,
অন্ধকারে কে দেখবে মানচিত্রখানা?

মাথার মধ্যে দৃশ্য নানা,
স্মৃতির মধ্যে অজস্র ফুল,
তার সুবাসেই দেশকে পাচ্ছি বুকের কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

মধ্যরাতে, ঘুমন্ত শহরে

একবার...দুবার...আমি তিনবার ভীষণ জোরে
তোমাকে ডেকেছি;
ইন্দিরা...ইন্দিরা...ইরা!
বৃদ্ধের শ্লেষ্মার বেগ সামলে নিয়ে উৎকর্ণ হলেন।
শিশুরা ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠল।
একতলায় দোতলায় তিনতলায়
অন্ধকারে তৎক্ষণাৎ খুলে গেল অসংখ্য জানালা।

কী ঘুম তোমার, তুমি বাড়িতে ডাকাত পড়লে তবু
ঘুমে অচেতন থাকতে পারো।
মধ্যরাতে পৃথিবীর তীব্রতম ডাক তাই দেয়ালে-দেয়ালে
প্রতিহত হতে-হতে
অর্থহীন হয়ে যায়।
যাকে ডাকা, সে আসে না,
অনর্থক অন্যেরা ঘরের থেকে ছুটে এসে বারান্দায়
ঝুঁকে পড়ে।

একবার...দুবার...আমি তিনবার ভীষণ জোরে
তোমাকে ডেকেছি।
কিন্তু তার পরে আর প্রতীক্ষা করিনি।
মধ্যরাতে, ঘুমন্ত শহরে
সবাইকে চমকে দিয়ে ফিরে যেতে যেতে আমি
দেখতে পাই, সারি সারি
বাতিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু পৌর ধর্মঘটের কারণে
তাতে আলো নেই।
রাস্তার দুধারে ছিটকে সরে যাচ্ছে আলিঙ্গনে-বদ্ধ নরনারী।

BANGLADARSHAN.COM

দরজায় নারীমূর্তি

তুমি খুব সুখের ভিতরে ভোর হয়ে আছ,
আমিও ছিলুম।
রাস্তা দিয়ে সুখ হেঁটে চলে যাচ্ছে, শুনবামাত্র এককালে আমিও
ঘর থেকে ছুটে বেরিয়েছি।
এখন তেমন করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে কাউকে ডাকবার
উৎসাহ পাই না।
সেটা কিছু অদ্ভুত সংবাদ নয়;
অতিরিক্ত উৎসাহী হবার
উৎসাহ তো ধীরে-ধীরে কেটে যায়,
আমারও কেটেছে।
এখন ঘরের মধ্যে বসে থাকি;
যে-অতিথি আমার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করে না,
তার জন্যে
নিজেকে প্রস্তুত করে থাকি।

BANGLADARSHAN.COM

বিনা ডাকে কে আসে আমার ঘরে?
একমাত্র দুঃখই আসে
তাতে ক্ষতি নেই।
দরজায় দুঃখের ছায়া দেখবামাত্র এককালে আমিও
দুঃখিত হতুম।
এখন হই না।
মাঝখানে অনেকগুলি বছর তো অতিক্রান্ত হোলো।
যেমন বছর যায়, বয়সও তো বাড়ে।
বয়স বাড়বার সঙ্গে, আর-কিছু না হোক,
সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে
বদ্ধমূল নানান বিশ্বাস ক্রমে কেটে যায়।
আমারও কেটেছে।
দুঃখের ছায়াকে তাই আর-কিছু না-ভেবে
প্রণয়ে-অসুখী এক নারী
বলে ইদানীং ভাবতে পারি।

আমি যতবার

আমি যতবার এই ঘর থেকে বেরুবার চেষ্টা করি,
ততবারই তিনটে-চারটে
ষণ্ডামার্কা জোয়ান এসে আমাকে চেপে ধরে।
তাদের মধ্যে একজন, বাঙালী হয়েও,
ইংরেজীতে বলে; হ্যান্ড্‌স আপ্‌।
আর-একজন চটপট আমার পকেট থেকে
টাকাটা-সিকিটা
হাতিয়ে নেয়। তারপর
সবাই মিলে আমাকে ফের ছুঁড়ে দেয়
এই ঘরের মধ্যে।

কিন্তু এখন কি ঘরে থাকবার সময়?
পৃথিবীকে একটা ভিজে কম্বলের মধ্যে জড়িয়ে দিয়ে
বর্ষা এতক্ষণ
চমৎকার রগড় দেখছিল।
রোদ্দুরের বল্লম এসে মেঘের গায়ে গেঁথে যেতেই
সে অমনি মুখ ঘুরিয়ে হাওয়া।
আকাশটাও তক্ষুনি তরতর করে অনেক উঁচুতে
তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল।
প্রাচীনকালে রাজারা এই সময়ে নাকি
মৃগয়ায় কিংবা দিগ্বিজয়ে
বেরিয়ে পড়তেন।
আমিও এই সুযোগে
শহরময় ছড়ানো আমার
তালুক-তশিলগুলিকে একবার দেখে আসতে চাই।
কিন্তু ঘর থেকে বেরুবামাত্র
তারা ছুটে এসে আমার কলার চেপে ধরে।
আমার পথ-খরচা, ট্রামের মান্থ্‌লি

BANGLADARSHAN.COM

ইত্যাদি সব ছিনিয়ে নিয়ে
পথের থেকে আমাকে ফের ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে
মুখ ঘুরিয়ে তারা হাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

তখনো দূরে

রাস্তা পেরোলেই বাড়ি,
কিন্তু বাড়ি তখনো অনেক দূর।
বাবা তাঁর কাজের টেবিলে মগ্ন, এ-ঘরের থেকে অন্য ঘরে
দিদির চঞ্চল ছায়া সরে যায়,
রেলিঙে মায়ের নীল শাড়ি।
দৃশ্যগুলি একে-একে ভেসে উঠছে চোখের উপরে।
যেন সব হাতের মুঠোয়। চতুর্দিকে
শব্দ, গন্ধ, রঙের ফোয়ারা,
ফুল, লতা, অগ্নিবর্ণ পাখির পালক,
ফুটপাথের ঝক্‌ঝকে রোদ্দুর,
অর্থাৎ যা-কিছু এই ভুবনের বৃন্তে ফুটে আছে,
যা দিয়ে কবি ও শিল্পী বানিয়ে তোলেন গান, ভালবাসা,
তাকেই ব্যাকুল হাতে তুলে নিয়ে
কে তুই, নিতান্ত শিশু, বাড়িতে ফিরবার তীব্র তাড়নায়
ছুটে যাস?

রাস্তা পেরোলেই বাড়ি,
কিন্তু বাড়ি তখনো অনেক দূর।

BANGLADARSHAN.COM

গল্প, গান, চিত্রমালা

শোকের সংসারে গিয়ে যখনি দাঁড়াও, তুমি
দ্বিগুণ পবিত্র।
চতুর্দিকে স্মৃতির আগুন জ্বলে; গল্প, গান, চিত্রমালা।
ধূল্যবলুণ্ঠিতা জননীর
বুকফাটা বিলাপে যেন জগৎ-সংসার চমকে গিয়ে
থেমে আছে।
কারা যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যে এসেছিল,
আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, পাড়ার মানুষ,
অফিসের সহকর্মী।
তারা চলে গেছে বহুক্ষণ।
বালিকা মেয়েটি এসে হঠাৎ ফুঁপিটে উঠল; "বাবা,
সবাই কেঁদেছে, শুধু তুমিই কাঁদোনি, তুমিই কাঁদোনি, তুমি
একটুও কাঁদছ না কেন?"

বাবা তার লেখার টেবিলে স্তব্ধ
বসে রয়েছেন।
চতুর্দিকে অগ্নির বলয় জ্বলে; গল্প, গান, চিত্রমালা।

BANGLADARSHAN.COM

এই আলো এই অন্ধকারে

সকালবেলার আলোয় একটা ফুল ফুটিয়ে
রাত্রে তাকে ঝরিয়ে গেলাম।
এক্ষুনি তোর হাতের মধ্যে ধরা দিয়ে
এক্ষুনি ফের পালিয়ে এলাম।

এ-ঘর থেকে অন্য ঘরে
চক্ষু ফেরাই;
এই আলো এই অন্ধকারে
ঘুরে বেড়াই।
সবাই শুধু থামতে বলে, কিন্তু থামার
উপায় কোথায়?
বুকের মধ্যে ভীষণ কৌতুহল যে আমার।

নীচের অন্ধকারের থেকে দেখিয়েছিলি, উর্ধ্বাকাশে
নীল সমুদ্রে জাহাজ ভাসে।
সেই জাহাজে ওঠার প্রবেশপত্র হঠাৎ পেয়ে গেলাম।
তাহলে তুই কেন ডাকিস?
আর কেন তোর হাত দুখানি বাড়িয়ে রাখিস?
এক্ষুনি ওই হাতের মধ্যে ধরা দিয়ে
এক্ষুনি দ্যাখ পালিয়ে এলাম।

BANGLADARSHAN.COM

চলো, ভালবাসা

চলো যাই, অন্য-কোনো ইচ্ছার ভিতরে যাই, ভালবাসা।
চলো যাই, দেখে আসি নদীটির অন্য পার।
এখানে তো একই অশ্রু, একই হাসি,
একই রাত্রি, একই দিন, একই রকমের ভালবাসাবাসি।
ও-পারে রয়েছে কিনা অন্য-কোনো উপহার,
চলো যাই, দেখে আসি, ভালবাসা।

চলো যাই, অন্য কোনো উদ্যানের ধারে যাই, ভালবাসা।
চলো, গিয়ে অন্য ফুল তুলে আনি।
বুকে নিয়ে অন্য সুখ, অন্য যন্ত্রণার জ্বালা,
চলো, অন্য কোনো ছাঁদে গাঁথি মালা।
চলো, অন্য জলে অন্য আকাশের ছায়াখানি
দেখে আসি, চলো যাই, ভালবাসা।

BANGLADARSHAN.COM

হলে হবে

হলে হবে, না-হলে না-হবে,
সবাই তো বাজি ধরে, নিয়মরক্ষার জন্যে আমিও না-হয়
একবার ধরলুম।
সবাই চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে, আমি কি দেখিনি?
নিয়মরক্ষার জন্যে না-হয় একবার
আমিও দারুণ জোরে চিৎকার করলুম।
কিন্তু তার থেকে তুমি সিদ্ধান্ত কোরো না, আমি সমস্ত আগ্রহ
উড়ন্ত অশ্বের পায়ে সমর্পণ করেছি, অথবা
সমস্ত উদ্যম কলরবে।
আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার;
হলে হবে, না-হলে না-হবে।

আসলে যা-কিছু করি, নিয়মরক্ষার জন্যে করে যাই;
তার অতিরিক্ত কিছু নয়।
তিন পা এগিয়ে গিয়ে কখনো গ্রহণ করি পরাজয়,
আবার কখনো গিয়ে
গা ভাসাই
সাফল্যের গর্জিত জোয়ারে।
যে পারে, সে সবকিছু পারে।
অন্তত আমি তো পারি,
অন্তত আমি তো সব আনন্দে ও যন্ত্রণায় একইভাবে
আছাড়িপিছাড়ি খেতে চাই।
মনে রেখো, চাওয়াটাই খেলার নিয়ম।

নিয়ম! নিয়ম!
নিয়মরক্ষার জন্যে দারুণ আগ্রহে আমি
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি।
নিয়মরক্ষার জন্যে বন্ধ দরোজায় গিয়ে মাথা কুটি।
নিয়মরক্ষার জন্যে নিজের কণ্ঠকে আমি
কখনো-বা
পৃথক-বা

BANGLADARSHAN.COM

পৃথক রেখেছি, কখনো-বা
মিলিয়ে দিয়েছি কলরবে।
কিন্তু তার থেকে কোনো তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত কোরো না।
মনে রেখো,
আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার;
হলে হবে, না-হলে না-হবে।

BANGLADARSHAN.COM

তবু এসো

কোথায় কিছু পুড়ছে, তার গন্ধ পাই,
পুরনো ভালবাসা।
কোথাও কিছু মুচড়ে ওঠে যন্ত্রণায়,
পুরনো ভালবাসা।
কে যেন আজও দাঁড়িয়ে আছে কুয়োতলায়,
আমার ভালবাসা।

শব্দ করে জানলা-দরজা খুলে দিয়েছি,
এখন তুমি এসো।
আকাশটাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়েছি,
এখন তুমি এসো।
যদিও ইতিমধ্যে নাম ভুলে গিয়েছি,
তবুও তুমি এসো।

BANGLADARSHAN.COM

অন্য আকাশের দিকে

কলকাতায় আছি। তবু মাঝে-মাঝে মনে হয়,
আর-কোথাও আছি।
এক-এক সময়
ফুটপাথ-বাজার-বস্তি ধসে পড়ে,
চতুর্দিকে
সমস্ত কঠিন হর্ম্য ঝাপসা হয়ে দূরে সরে যায়,
মাথার ভিতরে রৌদ্র ঝাঁঝাঁ করে,
পায়ের তলায় মাঠ।
আমি সেই মাঠের উপরে
টান হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করি।

কলকাতায় আছি। তবু মাঝে-মাঝে মনে হয়,
আর-কোথাও আছি।
রয়েছি ঘরের মধ্যে, তাও মাথা নিচু করে রয়েছি সর্বদা,
তবু যেন এক-এক সময়
মনে হয়,
হঠাৎ একবার যদি উপরে তাকাই, তবে দেখতে পাব
হাট-করা আকাশ।
বাতাসে পাখসাট খেয়ে নিঃসঙ্গ সম্রাট চিল ঊর্ধ্ব থেকে
আরও ঊর্ধ্বে
অন্য আকাশের দিকে চলে যায়।
নীচে আমি।
এক-গলা রোদ্দুরে আমি গা ডুবিয়ে কোথাও চলেছি।
মাঝে-মাঝে এইরকম মনে হয়।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি দেখে নিয়ো

একে-একে বানিয়ে তুলব সব, তুমি দেখে নিয়ো।
বাড়িঘর, খেতখামার,
উঠোনে লাউয়ের মাচা, জানালার পাশে
লতানে জুঁইয়ের ঝাড়–
একে-একে সমস্ত বানাবো, তুমি
দেখে নিয়ো।

দক্ষিণে পুকুর থাকলে ভাল হয়, তুমি বলেছিলে।
অবশ্য থাকবে।
পুকুরে হাঁসের স্নান দেখতে চাও, সে আর এমন-কী বেশী কথা,
সাদা ও বাদামী হাঁস ছেড়ে দেব।
যা চাও, সমস্ত হবে,
একই সঙ্গে হয়ত হবে না, কিন্তু
একে-একে হবে।

ভালবাসা থাকলে সব হয়।
দেখো, সব হবে।
যা-কিছু বানানো যায়, আমি সব
দুই হাতে
দিনে-দিনে বানিয়ে তুলব, তুমি দেখে নিয়ো।

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বর! ঈশ্বর!

ঈশ্বরের সঙ্গে আমি বিবাদ করিনি।
তবুও ঈশ্বর
হঠাৎ আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলেন?

অন্ধকার ঘর।
আমি সেই ঘরের জানলায়
মুখ রেখে
দেখতে পাই, সমস্ত আকাশে লাল আভা,
নিঃসঙ্গ পথিক দূর দিগন্তের দিকে চলেছেন।
অস্ফুট গলায় বলে উঠি;
ঈশ্বর! ঈশ্বর!

BANGLADARSHAN.COM

শহরতলি

ভাল নয় পড়ন্ত বিকেলে
কাকের চিৎকার।
ভাল নয় সুপুরীর দীর্ঘ ছায়া।
পায়ে পায়ে ঘর-দুয়ার, বারান্দা, উঠোন–তুমি সব
দেখে এলে।
যেন শূন্যতার স্বাদ ঠোঁটে নিয়ে বিকেলবেলার
হাওয়া ঘুরে যায়।
শেষ রৌদ্র গায়ে মাখে শহরতলির জীর্ণ বাড়ি।
কিছু পেলে?
কিছু না, কিছু না।
উঠোনে কাকের ছায়া, দূরে দীর্ঘ সুপুরীর সারি।

BANGLADARSHAN.COM

ঘর-বদল

“যেন এক ঘর থেকে অন্য-ঘরে যাওয়া,
তা ছাড়া কিছুই নয়।”
তুমি কত সহজ ভঙ্গিতে সব বলে যেতে পারো,
বলে যাও।
তবুও পাতাল থেকে উঠে আসে হাওয়া,
লাগে বড় ভয়।

তা ছাড়া জিজ্ঞাসা থাকে আরও।
যে-ঘরে আমাকে তুমি টেনে নিতে চাও,
তার কোন্‌দিকে তুমি দরোজা রেখেছ?
কোন্‌দিকে জানালা?
রাত্রি যে হয়েছে ভোর,
জানালায় চোখ রেখে তা যেন নিমেষে বুঝতে পারি।
নগ্ন-বাতি আমার পছন্দ নয়, আশা করি সমস্ত আলোর
উপরে প্রচ্ছদ আছে।
কিছু বই আছে কিনা, লিখবার টেবিল আছে কিনা,
সমস্ত না-জেনে
কী করে নতুন ঘরে যাই?
আমার সমস্যা তুমি জানো।
যা-কিছুতে অভ্যস্ত হয়েছি দিনে-দিনে
তার কোনোটাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না।
তাই
নতুন ঘরের মধ্যে
যেন সবকিছু থাকে, যেখানে যেটার থাকা উচিত, সেইখানে
যেন থাকে।
এবং তোমারও থাকা চাই।
এক ঘর থেকে আমি অন্য ঘরে যাব,
তা ছাড়া কিছুই নয়,
আমিও তা জানি।
কিন্তু সেই ঘরের চেহারা আমি দেখিনি এখনও;

BANGLADARSHAN.COM

জানি না, সেখানে তুমি থাকবে কিনা।
তাই বড় কঠিন হয়েছে যাওয়া,
তাই লাগে ভয়,
তাই সবকিছুই যখন
ছবির মতন স্থির, নড়ে না গাছের পাতা,
তখনও হঠাৎ
অদৃশ্য পাতাল থেকে উঠে আসে হাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

কাঁচের বাসন ভাঙে

কাঁচের বাসন ভাঙে চতুর্দিকে—ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌!
মাথার ভিতরে সেই শব্দ শুনি,
রক্তের ভিতরে শব্দ বহে যায়।
আলো নেই ঘরে।
এইমাত্র কাছে ছিলে, অকস্মাৎ গিয়েছ কোথায়,
আমি কিছু বুঝতে পারি না।
শুধু শুনি,
চতুর্দিকে শব্দ বাজে ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌;
শুধু দেখি,
পেয়ালা পিরিচ
ভয়ার্ত পাখির মতো ছুটে যায় জ্যোৎস্নার ভিতরে।

BANGLADARSHAN.COM

মুষলপর্ব

মালতী, বকুল, কামিনী ও মল্লিকার কাছে গিয়ে
এখন একবার
মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়।
পরিচিত প্রতিটি গন্ধপুষ্পের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে
এখন একবার
বলতে ইচ্ছে করে;
আমি আজন্ম আমার বুক ভরে তোমাদের
সুবাস গ্রহণ করেছি,
কিন্তু
তোমাদের রক্ষা করবার মত উদ্যম আমার ছিল না।

আমার চোখের সামনেই বাগানগুলি
কাঁটালতায় ছেয়ে গেল।
বিষের ধোঁয়ায় অদৃশ্য হল পাহাড়।
ক্লান্তি অপনোদনের জন্য
বারবার যে স্রোতস্বিনীর কোলে আমি ঝাঁপ দিয়েছি,
আমার চোখের সামনেই
বিষ্ঠা নিক্ষিপ্ত হল তার তরঙ্গে।

চতুর্দিকে যখন দুর্নিমিত্তের ছড়াছড়ি,
যখন বিড়ালগুলি কুকুরের গলায়, এবং
কুকুরগুলি বাঘের গলায় ডাকছে,
তখন
সেই মুষলপর্বের সূচনায়
সমস্ত জননী, জায়া ও দুহিতার মূর্তি
একাকার হয়ে যায় আমার চোখে।

মাথা নিচু করে
আমার বলতে ইচ্ছে হয়;
বৃথাই তোমরা কেউ স্নেহে আমার শিরশ্চুবন করেছ,
বৃথাই কেউ মমতায় আমার ললাটে এঁকেছ

BANGLADARSHAN.COM

জয়তিলক।

কুরুপুত্রেরা যখন

ঊরু দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়,

তখনও তোমাদের রক্ষা করবার মত সামর্থ্য আমি পাই না।

BANGLADARSHAN.COM

মাঝে-মাঝে এইরকম

এক-একটা দিন সকাল থেকেই
আমার বুকের মধ্যে
কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে যায়।
নিজেকে একটু অন্যরকম লাগে।
আকাশটা একটু
বেশী-রকম নীল দেখায়,
চারদিকের গাছপালা
একটু বেশী-রকম সবুজ।
প্রতিবেশীদের সঙ্গে সেদিন হেসে কথা বলতে ইচ্ছে করে।
যে-কোনো অচেনা লোকের সঙ্গেও
গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে ইচ্ছে করে।
শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় দাঁড়িয়ে
প্রত্যেককে ডেকে-ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে; কেমন আছেন?

BANGLADARSHAN.COM

রোজ হয় না, কিন্তু
এক-এক দিন এইরকম হয়।
রাস্তার মাঝখান থেকে কলার খোসাগুলিকে সেদিন আমি
লাথি মেরে একপাশে সরিয়ে দিই।
ছাতের আল্‌সের উপরে কেউ একটু বেশী-রকম ঝুঁকে আছে দেখলেই
চেঁচিয়ে বলে উঠি; সাবধান।

গন্ধকচূর্ণের ঘ্রাণ

দূরে কোথাও ভীষণ–রকম শব্দ তুলে,
চুনবালির ধুলো উড়িয়ে, একটা
বিশাল হর্ম্য ধসে পড়ল।
আকাশের বুকের মধ্যে অতর্কিতে ছুরি চালিয়ে
ডেকে উঠল চিল।
দূরে কোথাও কোনো রাজপ্রাসাদে
মন্ত্রবলে এখন
জানালাগুলি খুলে যাচ্ছে।
বুকের কাপড় সরিয়ে নিচ্ছে নায়িকা।
দূরে কোথাও মাটি কাঁপছে।
অগ্নিগিরি
তৈরী হচ্ছে তার শেষ সর্বনাশ বমন করবার জন্যে।
কিন্তু উৎসব তবু থামেনি।
রাজপথে জনস্রোত; কার্নিভ্যালে
দুরন্ত হাততালি; রঙ্গালয়ে
যবনিকা
এইমাত্র উঠে গেল।

দূরে যা-কিছু শব্দ রটে, আমি শুনতে পাই।
দূরে যা-কিছু ঘটনা ঘটে, আমি দেখি।
কাছের ফুলগুলি সৌরভ ছড়াচ্ছে, কিন্তু
তাকে ছাপিয়ে
বিকেলের হাওয়া
এইমাত্র কোনো দূরভূমি থেকে
গন্ধকচূর্ণের ঘ্রাণ নিয়ে এল।

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত

বায়বীয় চাঁদকে নিয়ে
এই আমাদের
শেষ কবিতা, আমরা লিখে দিলাম।
সময়ের জল–বিভাজিকায় দাঁড়িয়ে
মানবীয় চাঁদকে নিয়ে
এই আমাদের প্রথম কবিতা।

দূর থেকে চাঁদকে যারা ভালবেসেছিলেন,
সেই প্রাচীন কবি ও প্রেমিকদের আমরা
শেষ বংশধর।
কাছে গিয়ে তার মৃত ওষ্ঠে যাঁরা
প্রেমে-প্রত্যয়ে-সংশয়ে-দ্বিধায় আলোড়িত
জীবনের
তপ্ত চুম্বন স্থাপনা করবেন,
সেই নবীন কবি ও প্রেমিকদের আমরা জনক।
আমরাই সমাপ্তি, এবং
আমরাই সূচনা।

একটা কল্প শেষ হয়ে গেল
(কল্প, না কল্পনা?)
আজ
আর-এক কল্পের আরম্ভ।
একটা ভাবনা শেষ হয়ে গেল,
আজ
আর-এক ভাবনার শুরু।
দুই কল্পের, দুই ভাবনার, একই জন্মের দুই জীবনের
মিলন-লগ্নে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।
দেখতে পাচ্ছি,
আমাদের একদিকে আজ পূর্ণগ্রাস,
অন্যদিকে পূর্ণিমা।

BANGLADARSHAN.COM

জমেছে নতুন রঙ্গ

একজন প্রগতিশীল নাট্যকার পুনর্বাসনের
অপেক্ষায় আছে।
একজন সাহসী যুবা মুহূর্মুহু পোশাক পালটায়।
একজন বিশুদ্ধ গণতন্ত্রী আজ স্বৈরশাসনের
সমর্থনে বক্তৃতা দেবেন।
একজন প্রেমিক গিয়ে কখনো জমায় গল্প ব্যাঙের সমাজে,
কখনো সাপের মুখে চুমু খায়।
একজন বস্তুত-ভাঁড় মনস্বীর ভূমিকায় মঞ্চে নেমেছেন।

মুখশ্রী পালটিয়ে যায় দ্রুত–পরিবর্তিত আলোকে,
কয়েকটি চতুরকে যায় চেনা।
জমেছে নতুন রঙ্গ কলকাতায়, দর্শকের চোখে
পলক পড়ে না।

BANGLADARSHAN.COM

একটি কুকুর-ছানা সিংহের গর্জনে দশদিগন্ত ফাটাতে
সহসা উৎসুক।
একজন আদর্শবাদী সন্ধ্যার আঁধারে অন্য শিবিরে গেলেন।
একজন প্রগতিশীলা ভিন্ন-প্রেমিকের সঙ্গে বসন্ত কাটাতে
ভিন্ন ছাঁদে বেঁধে নেয় বেণী।
একজন জ্যোতিষী গিয়ে জলের দর্পণে দেখে’ মুখ
অম্লানবদনে বলে দিয়েছেন,
“আমার দাদার রাজ্যে কস্মিনকালেও কেউ অন্যায় করেনি।”

যেখানে শব্দেরা

আবার প্রবেশ করি অমোঘ অগ্নির বেড়াজালে,
বলি, হে পাবক, নমোনমঃ,
আবার ঝাঁপিয়ে পড়ি পূর্ণিমার গর্জিত কোটালে,
বলি, হে তরঙ্গ, প্রিয়তম,
দ্যাখো, আমি তোমারই আশ্লেষে ধরা দিয়েছি আবার।
শব্দেরা যে দীপ্তি পায় উজ্জ্বল অনলজ্বালে, আর
শব্দেরা যে খেলা করে তরঙ্গমালায়,
ভুলে গিয়ে কয়েক বৎসর আমি কাটিয়েছি ঘরে।
অথচ শব্দই লক্ষ্য, শব্দ ছাড়া নেই অন্য গতি,
শব্দই নিয়তি।
এখন আবার তাকে খুঁজে নিতে ছুটে যাই দাহনজ্বালায়,
ভয়ংকর জলের মোচড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

চতুর্থ সন্তান

দুটি কিংবা তিনটি বাচ্চা, বাস্!
সভ্যতার সায়ংকালীন এই স্লোগানের অর্থ বুঝে নিয়ে,
চতুর্থ সন্তান, তুমি ঘরের ভিতরে
দেয়ালের দিকে মুখ রেখে
গুম হয়ে বসে আছ।
ক্রোধে, নাকি দুঃখে, নাকি অবজ্ঞায়?
আয়ত চক্ষুর মধ্যে কখনো বিদ্যুৎ-জ্বালা খেলে যায়,
কখনো মেঘের ছায়া নেমে আসে।
তোমার বিরুদ্ধে আজ জোটবদ্ধ সমস্ত সংসার,
তবুও চেয়েছ তুমি তাকে,
যে তোমাকে চায়।

কে তোমাকে চায়?
পথে পথে নিষেধাজ্ঞা, দিকে-দিকে নিরুদ্ধ দুয়ার।
অবাঞ্ছিত ফল,
অসতর্ক মুহূর্তের ভ্রান্তির ফসল,
চতুর্থ সন্তান, তুমি কার?

দুটি কিংবা তিনটি বাচ্চা, বাস্!
অপমানে বিকৃত মুখের রেখা, সভ্যতার চতুর্থ সন্তান,
হঠাৎ কখন তুমি ঘর থেকে উন্মাদের মতো
রাজপথে
বেরিয়ে এসেছ,
বন্দুক তুলেছ ওই বিদ্রূপের দিকে!
জনতা ও যানবাহন থেমে যায়, প্রতিষ্ঠানগুলি
আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে।
হয়ত বুঝেছে তারা,
আসন্ন দিনের যুদ্ধে তুমিই তাদের
সব থেকে ক্ষমাহীন প্রতিদ্বন্দ্বী;

BANGLADARSHAN.COM

হয়ত জেনেছ,

যে পৃথিবী তোমাকে চায়নি,

তুমিও অক্লেশে তাকে জাহান্নমে ঠেলে দিতে পারো।

BANGLADARSHAN.COM

কলকাতার যীশু

লাল বাতির নিষেধ ছিল না,
তবুও ঝড়ের-বেগে-ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল;
ভয়ংকরভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে
ট্যাক্‌সি ও প্রাইভেট, টেমপো, বাঘমার্কা ডবলডেকার।
‘গেল গেল’ আর্তনাদে রাস্তার দু-দিক থেকে যারা
ছুটে এসেছিল–
ঝাঁকামুটে, ফিরিওয়ালা, দোকানী ও খরিদ্দার–
এখন তারাও যেন স্থির চিত্রটির মতো শিল্পীর ইজেলে
লগ্ন হয়ে আছে।
স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টালমাটাল পায়ে
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু।

BANGLADARSHAN.COM

খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গীপাড়ায়।
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
মেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে
নেমে আসছে;
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।

স্টেটবাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে।
ভিখারী-মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষ্‌টানি,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই;
দুদিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।

যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টাল্‌মাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে চলেছ।

BANGLADARSHAN.COM

কাঞ্চন! কাঞ্চন!

‘কাঞ্চন! কাঞ্চন!’ বলে ভিড়ের ভিতরে কেউ চেঁচিয়ে উঠলো
তৎক্ষণাৎ থেমে গেল হট্টগোল।
তৎক্ষণাৎ হু-হু করে বাতাস ছুটল
প্রান্তিক মেলায়।
দক্ষিণে, পশ্চিমে, পূবে যতদূর চোখ যায়–
চায়ের বাগান, ছায়াতরু। আর
উত্তর-আকাশে লগ্ন ভূটানের ধূমল পাহাড়।
দৃশ্যত কোথাও কোনো সংঘাত ছিল না।
তবু জননীর কোল
শূন্য করে আবার কে যেন চলে গেছে।
বুকের ভিতরে প্রশ্ন জেগে ওঠে; এ কেমন যাওয়া?
মেলা শান্ত হয়ে গেছে বহুক্ষণ,
অথচ এখনো
ভিতরে-ভিতরে খুব সংঘাত চলেছে।
বাঁশের খুঁটি ও খোড়ো ছাউনিকে কাঁপিয়ে তাই ছুটে আসে হাওয়া–
কাঞ্চন! কাঞ্চন!

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধকারে হাস্নুহানা

অন্ধকারে স্পষ্ট করে কিছুই দেখি না।
শুধু বুঝতে পারি
কাছে পিঠে হাস্নুহানা ফুটেছে কোথায়।
বাতাস মন্থর বড়, কষ্ট করে এগোতে এগোতে মনে হয়,
যেন কেউ শূন্য থেকে গন্ধের দেওয়াল
ঝুলিয়ে রেখেছে।
কে জানে এটাই তার ঠাট্টা কিনা,
শিকড়ে লাগিয়ে মাটি, তবুও মাটির ঊর্ধ্বে অক্লেশে যে অন্য পরিচয়
লিখে দিয়ে যায়।
হাস্নুহানা, ফুটেছ কোথায়?

BANGLADARSHAN.COM

রক্তমাখা ট্রফিগুলি

যা-কিছু পেয়েছ, সব দ্রুত হাতে সাজাও রমণী।
যেভাবে শিকারী তার ঘরের দেওয়ালে
মহিষের মুণ্ড কিংবা হরিণের শিং
সযত্নে রাজিয়ে রাখে, সেইমতো তুমিও
সাজাও সমস্ত-কিছু। বৈঠকখানায়
বাঁকুড়ায় অশ্ব কিংবা কৃষ্ণনগরের কীর্তনিয়া
না-রেখে এবারে রাখো অন্য-কিছু।

স্মৃতি তো দেবে না মুক্তি, সারাক্ষণ কুকুরের মতো
সে ঘোরে তোমার পিছু-পিছু।
তা হলে স্মৃতির বুক ফেঁড়ে
রক্তাক্ত সমস্ত ট্রফি তুলে আনো, যা তুমি একদা পেয়েছিলে;
তা হলে, রমণী,
কাঁচের আলমারি খুলে থরে-থরে সমস্ত সাজাও।
যেখানে মানায় যেটা, সেইখানে সেটাকে রেখে দাও–
কবিতা ও দীর্ঘশ্বাস, বেদনা ও চুম্বনের ধ্বনি।

BANGLADARSHAN.COM

শৈশবের দিকে

সমস্ত রাস্তায় যেন চলে গেছে শৈশবের দিকে।
মধ্য-দরিয়ায় নৌকা পালটাবার মতো
আমি তো অনেকবার
এক-রাস্তা থেকে অন্য-রাস্তার ভিতরে ঢুকে গেছি।
কিন্তু, কী আশ্চর্য, রাস্তা যতই পালটায়,
দৃশ্যের একটুও পরিবর্তন ঘটে না।
যখনি যেখানে যাই,
মনে হয়,
সমস্ত-কিছুই যেন নিজের রক্তের মতো চেনা।

সমস্ত দৃশ্যই যেন ধরা আছে রক্তের ভিতরে,
কিছুই নূতন নয়।
ফুল-বাগান, রঙ্গালয়,
বিখ্যাত ব্যক্তির মূর্তি, বাতিস্তম্ভ, ছায়াতরু আর
সজ্ঘবদ্ধ ঘরদুয়ার,
বালক-বালিকা, নরনারী,
ছাতের কার্নিসে পায়রা, রেলিঙে উড়ন্ত নীল শাড়ি,
খণ্ডিত মুখের চিত্র জানালার শিকে–
যে-কোনো রাস্তায় যাও,
সেই একই দৃশ্যের ভিতরে যেতে হয়।
সমস্ত রাস্তাই যেন চলে গেছে শৈশবের দিকে।

BANGLADARSHAN.COM

ভুল পথে, ভুল ঠিকানায়

আর আমার সেই নদীর ধারে যাবার উপায় নেই,
সভ্যতার জন্মলগ্নে
সমস্ত পৃথিবী যার তটভূমির উপরে
নতজানু হয়ে বসেছিল।
আর আমার উপায় নেই সেই প্রার্থনায় কণ্ঠ মেলাবার,
নদীর তরঙ্গ ও পর্বতের অরণ্যানী
তাদের কলধ্বনি ও পত্রমর্মর
থামিয়ে রেখে
যা একদিন উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে।
আর আমার উপায় নেই সেই স্তব্ধতার জঠরে যাবার,
একমাত্র যেখান থেকেই হয়ত
পৃথিবীর সবচাইতে মৌলিক ও বিশুদ্ধ সংগীত
জন্ম নিতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

আমি ভুল পথে যাত্রা করে
ভুল ঠিকানায় পৌঁছে গেছি।
এখন, শুরুর থেকে শুরু করবার জন্যে, যদি আবার
সভ্যতার সেই জন্মলগ্নে আমি
ফিরতে চাই,
তা হলে চারদিকের এই সভ্য পৃথিবী হয়ত
হো-হো করে হেসে উঠবে।

জনপ্লাবন

আসে,
এমন এক-একটা লগ্ন আসে–
সহসা জলের তোড়ে ঘর-দুয়ার, খেত-খামার ভেসে যায়।
দৈব কোনো সংগীতের মূর্ছনার যন্ত্রণায়
এক-এক সময়ে যেন সমুচ্চ শিখর থেকে অন্ধকার মূল
অবধি সমস্ত-কিছু কেঁপে ওঠে। আসে,
এমন এক-একটা লগ্ন আসে–
জলে ও ডাঙায় রম্যরচনার যাবতীয় রীতি
ফেঁসে যায়।
ডুবে যায় অট্টালিকা, ধসে পড়ে নৌকার মাস্তুল।

আসে,
এমন এক-একটা লগ্ন আসে–
নোয়ার নৌকায়
বাঁচবার আশ্বাস পেয়ে তবুও মৃত্যুর দিকে ছোটো।
উচাটন-মন্ত্রে আর স্থিরশান্ত কল্যাণের প্রার্থনায়,
জন্মে ও বিনাশে
পার্থক্য থাকে না। আসে,
এমন এক-একটা লগ্ন আসে–
সজ্জিত ভাষার মুখে লাথি মেরে, ইচ্ছা হয়, পিছনে তাকিয়ে
চৌরঙ্গী রোডের মধ্যে একবার চিৎকার করে ওঠো
জন্তুর ভাষায়।

BANGLADARSHAN.COM

‘এই তো তোমার প্রেম’

আমায় তুমি দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দাও,
পরক্ষণেই লোহার বেড়ি পরিয়ে দাও,
এই তো তোমার ভালবাসা।

আমায় তুমি ভীষণ আঘাত হেনেছিলে,
পরক্ষণেই বুকের মধ্যে টেনেছিলে,
এই তো তোমার ভালবাসা।

ক্ষণে তুমি রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, তোমার
ঘরের মধ্যে আলোর পাশে যে-অন্ধকার–
সেও তো তোমার ভালবাসা।

এই মুহূর্তে যাকে তুমি চূর্ণ করো,
পরক্ষণে তাকেই তুমি পূর্ণ করো,
এই তো তোমার ভালবাসা।

BANGLADARSHAN.COM

গ্রন্থিমোচন

ভয়ংকর শব্দ হয়, ধসে পড়ে দুর্গের দেওয়াল।
ইঁট, কাঠ, লোহা ও পাথর
ছুটে যায় দিগ্বিদিকে।
পুরনো কড়ি ও বর্গা গুলিবিদ্ধ পাখির মতন
হঠাৎ পাখ্‌সাট খেয়ে
খসে পড়ে।
উৎক্ষিপ্ত ধুলোর ঝড়ে
এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত পৃথিবী মুছে যায়।
পরক্ষণে দেখতে পাই,
উত্তরে-দক্ষিণে পুবে-পশ্চিমে কোথাও কোনো বাধা নেই।
চতুর্দিকে
খুব সহজেই চক্ষু ছুটে যায় দিগন্ত অবধি।

BANGLADARSHAN.COM

চোখে ভাসে প্রথম জন্মের নদী।
দেখি আদি প্রান্তর, পাহাড়,
মেঘ, বৃক্ষ, গুল্মলতা,
সম্যক মানুষ খুব শান্ত পায়ে হেঁটে যায় জলের সন্ধানে।
পিছনে প্রতীক্ষারত তার
মৌলিক সংসার।

যেন চুম্বকের টানে
চতুর্দিক থেকে আজ ছুটে আসে দৃশ্যগুলি;
যেমন উদ্যানে ফুল, সমুদ্রে সাম্পান, সেইরকম
নিরন্তর দৃশ্য ভাসে।
চতুর্দিকে শব্দ রটে, ধসে পড়ে সমস্ত দেওয়াল।
খসে পড়ে অস্থি ও মাংসের
মিলিত থাকার ইচ্ছা।
অসহ্য আনন্দে কেউ
বুকের ভিতর থেকে বলে ওঠে; বিদায়, বিদায়!
উৎক্ষিপ্ত ধুলোর জালে

এক মুহূর্তের জন্য সবকিছু ঢাকা পড়েছিল।
এখন আবার সব দেখতে পাই। দেখি,
শীতের পাখির মত
যাবতীয় চুক্তিপত্র সন্ধ্যার বাতাসে উড়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

এস্‌পার-উস্‌পার

ঢুকতে নেহাত কম কষ্ট হয়নি।
কিন্তু আশ্চর্য,
দু-চারটে ইষ্টিশান পেরোতে-না-পেরোতেই
কামরাটা প্রায় ফাঁকা।

এতক্ষণ
পা রাখবারও জায়গা ছিল না।
এবারে
চটপট সতরঞ্চিটা বিছিয়ে ফেললুম।
তারপর
সুটকেশটাকে বাংকে রেখে,
জলের কুঁজোটাকে বেন্‌চির নিচে ঠেলে দিয়ে
সবে একটু আয়েস করে বসেছি,
এমন সময়
ছোকটা-মতন এক চেকার আমার সামনে এসে দাঁড়াল।
চোখ টিপে বলল,
"কেন আর মায়া বাড়াচ্ছেন দাদা,
সামনের ইষ্টিশানেই তো নেমে যাবেন,
তা হলে আর হাত-পা ছড়িয়ে
লাভ কী?"

আমি বললুম, "যাচ্চলে,
আমার তো অন্য-জায়গায় যাবার কথা,
খামোখা এই মাঝরাস্তায়
হুট্ করে আমি নেমে পড়ব কেন?"
শুনে সে হেসে বলল,
"কী জানি, অনেকেই তো নামে।"

আমি হাসলুম না,
বেন্‌চির উপরে পা তুলে
গ্যাঁট হয়ে বসে বললুম,

BANGLADARSHAN.COM

"অনেকের তো পঁয়তিরিশেও গোঁফ গজায় না,
তাদের কথা বাদ দিন।"

চেকার বলল, "তাহলে আপনি নামছেন না?"

আমি আর কথা না-বাড়িয়ে
কাপড়ের খুঁট খুলে
হলদে রঙের টিকিটখানা বার করে
তার নাকের ডগায় উঁচিয়ে ধরে বললুম,
"যারা নামে নামুক,
আমি মশায় নামছিনে,
জায়গা যখন পেয়েই গেছি,
তখন এর উস্‌পার না-দেখে আমি ছাড়ব না।"

BANGLADARSHAN.COM

দিঘায় হঠাৎ

হঠাৎ যেন একটানে কেউ সকল দৃশ্য সরিয়ে নিল–
সমুদ্র।
আকাশটাকে নামিয়ে এনে মাটির উপর গড়িয়ে দিল–
সমুদ্র।
কিংবা যেমন আড়াল থেকে
চোখের সামনে দৃশ্যপটে
হঠাৎ-গুলিবিদ্ধ হরিণ
শূন্যলোকে লাফিয়ে ওঠে,
তেমনি করেই পাতাল ফুঁড়ে
হঠাৎ বিশ্বভুবন জুড়ে
চোখের সামনে লাফিয়ে উঠল–সমুদ্র।

BANGLADARSHAN.COM

অপমানে, অস্বীকারে

সব প্রত্যাখ্যান যেন মর্মের গভীরে
বিষাক্ত কাঁটার মতো বিঁধে রয়।
যেন মর্ম থেকে রক্তধারা
বৃক্ষের রসের মতো
ফোঁটায় ফোটায়
দিবারাত্রি ঝরে।
অন্যদিকে
বন্ধুত্বের সমস্ত আহ্বান যেন সমুদ্রের জলের উপরে
ঢেউয়ের ফেনার মতো মরে যায়।

নিজেকে চব্বিশ ঘণ্টা জাগিয়ে রাখতে চাই যন্ত্রণায়।
অপমানে, অস্বীকারে
জ্বলতে জ্বলতে জেগে থাকতে চাই;
জেগে থাকি।
ভুলতে পারি না,
এখনো অনেক দুর্গ জয় করা বাকী,
এখনো অনেক যুদ্ধ পড়ে আছে।

সহৃদয় বন্ধুবর্গ,
তাহলে এখনি কেন
হাট করে দিয়েছ খুলে বুকের কপাট?
অরণ্য জ্যোৎস্নার মতো নারী,
তাহলে এখনি কেন নির্জন ঘরের মধ্যে ডাক দিলে?
এত তাড়াতাড়ি
আমাকে স্বীকার করে নিলে কেন?
কারও চোখে নিমন্ত্রণ দেখলেই নিজেকে
তৎক্ষণাৎ
নিরস্ত্র ও অসহায় মনে হয়।
অথচ এখনি অস্ত্রপরিহার কী করে করবে?
এখনো বুকের মধ্যে কয়েকটি বিষাক্ত কাঁটা বিঁধে আছে,
ফোঁটায় ফোঁটায়

BANGLADARSHAN.COM

বৃক্ষের রসের মতো এখনো আমার

মর্মমূলে

ঝরে যাচ্ছে রক্তধারা,

এখনো অসংখ্য দুর্গজয়

সমাধা হয়নি।

এখনো অনেক যুদ্ধ পড়ে আছে...

এখনো অনেক যুদ্ধ পড়ে আছে।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM